Volume XII 2023-24
Journal *of* History
ISSN 2321-0834

ঔপনিবেশিক কলকাতার বই বাজার: ব্যবসায়িক উদ্যোগ ও সাংস্কৃতিক চালচিত্র

সুব্রত দাস
পিএইচ.ডি. গবেষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
Email: subratadas963@gmail.com

সারাংশ

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়পর্বে নগর কলকাতার দ্রত বিকাশ ও বিবিধ কর্মধারা উদ্যমী ইংরেজ কর্মচারী এবং বিত্তশালী ও কর্মসন্ধানী বঙ্গবাসীকে নানান ব্যবসায়িক সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছিল। উনবিংশ শতকের গোড়া থেকে শাসক সম্প্রদায় ভারতে নিজেদের প্রয়োজনীয় কর্মচারী প্রস্তুত করার লক্ষ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়, এই সূত্রেই কলকাতায় নানান স্কুল-কলেজ গড়ে ওঠে। অনতিবিলম্বেই ছাপাখানা নির্মাণ,পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত ও বিপণি-বিক্রয়ের মাধ্যমে এক নতুন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের হদিশ মেলে। তারই পরিণতিতে প্রথমে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে তৎকালীন কলকাতার বটতলা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ‘বাঙালীর প্রথম বইপাড়া’ এবং পরে কলেজস্ট্রীট অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বিশালাকার ও বিবিধ বইয়ের বাজার গড়ে ওঠে। এখন প্রশ্ন হল, কারা এখানে বইয়ের ব্যবসায়ে উদ্যোগী হয়ে বিনিয়োগ করেছিলেন? এই নতুন ধারার ব্যবসায়িক উদ্যোগে আশানুরূপ আর্থিক স্বচ্ছলতা এসেছিল কি? সময়ের সাথে সাথে বই বাজারের রূপান্তর কীভাবে ঘটেছিল? বইয়ের আবির্ভাবে যেভাবে ইউরোপ নতুন চিন্তাদর্শে মগ্ন হয়েছিল, তেমনি ঔপনিবেশিক কলকাতার বই বাজার উনবিংশ শতকের বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তনে কোনো অবদান রেখেছিল কি? উপস্থাপিত জিজ্ঞাসাগুলোকে কার্য-কারণ সম্পর্কের নিরিখে বিশ্লেষনের উদ্যোগেই এই নিবন্ধের অবতারণা।

সূচক শব্দ : বটতলা, ছাপাখানা, গ্রন্থালয়, বইপাড়া, আড্ডা, প্রকাশকগোষ্ঠী, ব্যবসা, কলেজ স্ট্রীট।

সূচনা: নতুন বস্তু হিসেবে ‘বই’:

‘বই’ নামক কাগজ-কালি নির্ভর বস্তুটি নানান দেশের নানান বণিকের হাত ঘুরে বাংলায় এসে পৌঁছানোর পর, এদেশের বাজার এই নতুন পণ্যটির উৎপাদন-বিপণন-বিক্রয়ে মত্ত হয়েছিল। উত্তরোত্তর ঔপনিবেশিক ছত্রছায়ায় ও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের কল্যানে নিত্য বহুবিধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে লাগল। উদ্যমী বাঙালী ও মধ্যবিত্ত সম্রদায় সরকারী মহলে নিজেদের পোক্ত জায়গা করে নিতে প্রাথমের দিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভিড় জমিয়েছিল। ফলশ্রুতিতে, স্কুলপাঠ্য পুস্তকের চাহিদা ক্রমেই বিপুল বৃদ্ধি পেল, এই চাহিদা পূরণ করতে এগিয়ে এলেন ব্যবসায়িক-উদ্যমী সম্প্রদায়। এদের অনেকেই একাধারে বিনিয়োগকারী

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.12.00.15

Volume XII 2023-24
Journal *of* History
ISSN 2321-0834

এবং লেখক সম্প্রদায়ভূক্ত। উনবিংশ শতকে এহেন পরিমণ্ডল বাংলা তথা ভারতে একেবারেই আনকোরা ছিল। ব্যবসায়িক লাভ-লোকসানের ঝুঁকি নিয়ে যাঁরা এগিয়ে এলেন, তাদের অনেকেই পর্যায়ক্রমে নতুন নতুন প্রেস কলকাতার নানান স্থানে স্থাপন ও স্থানান্তরের মাধ্যমে 'বই' কেন্দ্রিক বাণিজ্যিক সম্ভাবনার সুফল লাভ করেছেন। উনবিংশ শতকের বাংলার এই বই উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ প্রতিনিয়ত ভিন্ন ধারার শ্রমক্ষেত্র ও শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি করেছিল। ফলে ছাপাখানা, গ্রন্থালয় ও বই ব্যাপারী, দপ্তরীর কাজে যুক্ত শ্রমজীবি মানুষেরা সম্মিলিতভাবে নতুন ধরণের অর্থনৈতিক ক্ষেত্র নির্মাণ করেছিল, যা ঔপনিবেশিক বাজারের নতুন এক দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল এবং নতুন ধারার জীবিকার সন্ধান দিয়েছিল।

ভারতে পোর্তুগীজদের হাত ধরেই প্রথম ছাপা যন্ত্র ও ছাপাখানার আবির্ভাব। গোয়ায় ১৫৫৬ সালের ৬ই সেপ্টম্বর পোর্তুগীজরা ছাপাযন্ত্র নিয়ে হাজির হয়েছিল। জানা যায়, ১৫৫৬ সাল থেকে ১৫৬১ সালের মধ্যে গোয়া থেকে মোট পাঁচখানা বই প্রকাশিত হয়েছিল।[১] এখান থেকেই কুইলন, কোচিন, পুডিকাইল, ভিপিকোট্টা, আমবালাকাড, ট্রাংকুইবার, মাদ্রাজ হয়ে প্রায় দু'শো বছর পর ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে হুগলীতে পৌঁছায় ছাপাযন্ত্র তথা ছাপাখানা। হুগলীর পরে বই প্রকাশের কেন্দ্র হিসেবে শ্রীরামপুর উল্লেখযোগ্য তকমাধারী। বাংলায় এই উদ্যোগ তখন একেবারেই আনকোরা 'বই' নামক বস্তুটিও বাঙালিদের কাছে কম আশ্চর্যের বিষয় নয়। তারও বেশকিছু পরে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে ২১, লোয়ার সার্কুলার রোডে শ্রীরামপুর ত্রয়ীর উদ্যোগে একটি কাঠের প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখান থেকেই ছাপা দুটি ছোটো ছোটো খ্রিস্টিয় পুস্তিকা প্রকাশের মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যেই ছ'হাজার কপি বিক্রি হয়ে যায়।[২] বিত্তশালী ও কর্ম সন্ধানী বঙ্গবাসী এবং এখানে উপস্থিত ইংরেজ সাহেবরা ছাপা বইয়ের উদ্যোগ ও তার ব্যবসায়িক সম্ভাবনায় চরম উৎসাহিত হয়েছিলেন। তারই পরিণতিতে দক্ষিণে বিডন স্ট্রিট ও নিমতলাঘাট স্ট্রিট, পশ্চিমে স্ট্র্যান্ড রোড, উত্তরে শ্যাম বাজার স্ট্রিট এবং পূর্বে কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট অর্থ্যাৎ তৎকালিন কলিকাতার বটতলা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ক্রমশ অসংখ্য ছাপাখানার বিস্তার[৩] ও বহু ভাষায় প্রকাশিত পুস্তিকার সমাবেশ ঘটেছিল। একইসাথে, বই ছাপানোর বহুবিধ কাজ ও বই বিক্রয়কে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে ব্যাপক ব্যবসায়িক কর্মকান্ড গড়ে ওঠে।

পাড়ায় পাড়ায় ছাপাখানা :

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় শতক থেকে চিৎপুর রোডের দুই পাশে বাঙালির উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল বহু ব্যবসায়িক 'ছাপাখানা'। বটতলার চৌহদ্দি ছিল দক্ষিণে বিডন স্ট্রিট ও নিমতলাঘাট স্ট্রিট, পশ্চিমে স্ট্র্যান্ড রোড, উত্তরে শ্যাম বাজার স্ট্রিট এবং পূর্বে কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট।[৪] ছাপাখানার ক্রমবৃদ্ধিতে বটতলা ক্রমশ ব্যাপক রূপ ধারণ করে। সময়ের সাথে সাথে বটতলা নামটি আঞ্চলিক পরিচিতি ছাড়িয়ে ছাপার জগতে নতুন পরিচিতি পেয়েছিল। বটতলা অঞ্চল হিসেবে পরিচিতি পায় – শোভাবাজার, বালাখানা, হোগলকুঁড়ে,

[১] শ্রীপান্থ, *যখন ছাপাখানা এলো,* (কলকাতা: সংস্কৃতি ও গবেষণা কেন্দ্র, আষাঢ়, ১৩৮৪ ব:/ জুলাই, ১৯৭৭), ৩-৪।

[২] গোপাল চন্দ্র রায়, *বাংলা বইয়ের ব্যবসা: দুই শতকের বাংলা মূদ্রণ ও প্রকাশন,* চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), (কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১), ৩৫০।

[৩] নির্মাল্য আচার্য্য, "বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন", *শতপত্র পত্রিকা,* সম্পা. সত্যব্রত ঘোষাল, (কলকাতা: দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, আগস্ট ২০১৪), ৮০।

[৪] সুকুমার সেন, "বটতলার বেসাতি", *বিশ্বভারতী পত্রিকা,* শান্তিনিকেতন, শ্রাবণ-আশ্বিন, (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ): ২।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.12.00.15

Volume XII 2023-24
Journal *of* History
ISSN 2321-0834

দর্জিপাড়া, কুমোরটুলি, সোনাগাজী, আহিরীটোলা, গরানহাটা, কলুটোলা, বহুবাজার, মীর্জাপুর, আড়পুলিলেন, চিৎপুর রোড বরাবর খিদিরপুর অঞ্চলজুড়ে এই বিরাট অঞ্চল।[৫] বটতলা অঞ্চলেই গড়ে উঠেছিল বাঙালির 'বইপাড়া'র প্রথম উদ্যোগ।

ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ছাপাখানা স্থাপনায় অগ্রগণ্যের ভূমিকা পালন করেছিলেন দুই অগ্রণী ও উদ্যমী বাঙালি, বিশ্বনাথ দেব এবং গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য।[৬] বিশ্বনাথ দেব ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে বটতলা অঞ্চলে 'শোভাবাজারস্থ যন্ত্র' নামে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৭] তিনি সস্তা কাগজে ভারতচন্দ্রের কাব্য, কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গল', জয়নারায়ন ঘোষালের সংকলিত 'করুণানিধান বিলাস' প্রভৃতি পুস্তক সস্তাদরে প্রকাশ করেন। নতুন বস্তু হিসেবে 'বই' এমনিতেই সকলের আগ্রহ বাড়িয়েছিল, তার উপর সস্তাদরে হাতে পাওয়ার সুযোগটা সমসাময়িক শিক্ষিত সম্প্রদায় হাতছাড়া করেননি। ছাপাখানার কাজে অন্য এক অগ্রজ ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। তিনি শ্রীরামপুর ছাপাখানায় কেরীর সহকারী মুদ্রাকর হিসেবে জীবন শুরু করেন। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডে শ্রীরামপুর ছাপাখানা ভস্মীভূত হলে ছাপাখানার কর্মচারী গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য স্থান ত্যাগ করে নিজস্ব বই ব্যবসার জন্য কলকাতা রওনা দেন। মদনবাটিতে কেরী সাহেবের সংস্কৃত পণ্ডিত পদ্মলোচন চূড়ামণি 'সংশোধিত' 'সচিত্র অন্নদামঙ্গল' ছাপিয়ে ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে গঙ্গাকিশোরের বই ব্যবসায় হাতে খড়ি। সফল হয়ে হরচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে বেঙ্গল গেজেটি প্রকাশ করেন।[৮] কলকাতায় গঙ্গাকিশোর প্রথমে ছিলেন বইওয়ালা পরে হলেন প্রকাশক।[৯]

বিশ্বনাথ দেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চিৎপুর রোডের পাশ্ববর্তী শোভাবাজারের বটতলাকে কেন্দ্র করে ছাপাখানা বহুদূরব্যাপী প্রসারিত হয়। বাঙালির ব্যবসায়িক উদ্যোগও এখানে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। ছাপাখানার এই উদ্যোগে সামিল হয়েছিলেন, হরচন্দ্র রায়, বদন পালিত, পীতাম্বর সেন থেকে শুরু করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যসাগর, উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রনাথ দাস, গিরিশচন্দ্র বসু, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, দ্বারকানাথ ঘোষ, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, প্যারীচরণ সরকার, মনোমোহন বসু, যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায়, লক্ষীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার, শিশিরকুমার ঘোষ, কাঙাল হরিনাথ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব।[১০] সাংবাদিক নিখিলেশ সরকার লিখেছেন –'উনিশ শতকের প্রথম প্রহরে কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় ছাপাখানা আর ছাপাখানা'।[১১] শোভাবাজারের বটতলায় জন্মলাভ করার পর ছাপাখানা একই রকম বৈশিষ্ট্য রেখেই চিৎপুর রোড ধরে হাতিবাগান মুখী রওনা দেয়। নিত্যনতুন ছাপার আয়োজনে বটতলা সেসময়ে ব্যস্ত অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল।

---

[৫] জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়, "বটতলার ঠিক ঠিকানা", *শতপত্র পত্রিকা,* সম্পা. সত্যব্রত ঘোষাল, (কলকাতা: দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, আগস্ট ২০১৪), ৩৩।

[৬] শ্রীপান্থ, "যখন ছাপাখানা এলো", ২৯।

[৭] সুকুমার সেন, "বটতলার বেসাতি," পূর্বোক্ত, ৫।

[৮] Kumkum Chatterjee, *The Cultures of History in Early Modern India: Persianization and Mughal Culture in Bengal,* (New Delhi: Oxford University Press, 2009), 114-115 ।

[৯] আশিস খাস্তগীর, *উনিশ শতকের বাংলা বইয়ের বাজার,* (কলকাতা: *অবভাস,* ২০০৩), ১৪২।

[১০] Anindita Ghosh, "Revisiting the Bengal Renaissance," *E.P.W* 37, no. 42 (2002): 4334-4339.

[১১] Ghosh, "Revisiting the Bengal Renaissance," 4336.

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.12.00.15

বটতলার এই অগ্রগতির সময়সীমা মোটামুটি ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বজায় ছিল। অবশ্য অধ্যাপক সুকুমার সেন 'বটতলার স্বর্ণযুগ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কালসীমাকে।[১২] স্বাভাবিকভাবেই, ছাপাখানাকে কেন্দ্র করে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল বাঙালি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে। এই সময়কালকে বাঙালির প্রথম বইপাড়ার চরম উৎকর্ষতার যুগ হিসেবে ধরা যেতেই পারে। বাঙালির বইপড়া ও বইপাড়াকে কেন্দ্র করে মেলামেশা, আড্ডা এক সচেতনতাপূর্ণ সমাজ গড়ার কাজে নিয়োজিত হল। উনিশ শতকে শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে যেমন নতুন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটল, তেমনিই শিক্ষার চাহিদা মেটাতেই নতুন নতুন বিষয়ের বইয়ের চাহিদাও বেড়েছিল। প্রথম পর্বের ছাপা চটি বই বাঙালির মনে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল, তা ছাপাখানার দ্রুত বিস্তারেই বোঝা যায়।

প্রকাশনা ও মুনাফা :

বটতলার সাহিত্য ও যাবতীয় প্রকাশনা সাধারনের মধ্যে যেমন ব্যাপকভাবে শিক্ষার আগ্রহ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল, তেমনি ব্যবসায়িক মুনাফার প্রতিও আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল। জেমস লঙের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ১৮৫৭ – ১৮৭৭ এই কুড়ি বছরের মধ্যে বটতলা থেকে প্রকাশিত মোট গ্রন্থ সংখ্যা পাঁচ লক্ষ একাত্তর হাজার ছয় শত সত্তর; এই সময়ে বাংলা ভাষার ছাপাখানা ছিল ৪৬টি।[১৩] ১৮৭৬ থেকে ১৮৭৮ সাল এই দুই বছরের মধ্যে এই ছাপাখানার সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৬ থেকে ১০৪ এ।[১৪] এগুলির স্বল্প পরিধি, স্বল্প মূল্য, সহজ ভাষা, সহজ লভ্যতা ছাপাখানার মূদ্রন সংখ্যা বাড়িয়ে চলার পাশাপাশি পাঠক সংখ্যাও বাড়িয়ে চলেছিল। তার ওপর ভদ্রলোকদের উদ্দেশ্য করে, বটতলা-রচনার আদর্শগুলি জন সচেতনতা বৃদ্ধি করেছিল। অধ্যাপক গৌতম ভদ্র "বিজ্ঞাপনের টুকিটাকি" জানাতে গিয়ে বইয়ের বাজার নিয়েও খানিক আলোচনা করেছেন। জানা যায় – পত্র–পত্রিকায় বিজ্ঞানের মাধ্যমে বইয়ের প্রকাশের খবরাখবর জানা যেত।[১৫] আর বই যে কেবল বটতলাতে বিক্রি হত এমনও নয়। প্রকাশকেরা বেতনভুক্ত ফেরিওয়ালা নিয়োগ করতেন। গ্রন্থের সাথে প্রসংসা পত্র ছাপিয়ে বাংলা বই নামক পণ্যকে বাজারে ফেরী করার রীতি উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে বাংলার মূদ্রন জগতে 'কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত' হয়েছিল।[১৬] এসবের প্রক্ষিতে বোঝা যায় বটতলার খ্যাতিবহুদূর ছড়িয়েছিল এবং জনমানসে এর প্রভাব পড়েছিল নিশ্চিত।

১৮১৭-১৮৭০ এই কালপর্বে নানাবিধ রচনা সৃষ্টির উল্লাসে মেতেছিল উনবিংশ শতকের বটতলা। কাব্য, গল্প, নাটক, গান, নানান রস সাহিত্য, প্রহসন প্রভৃতির মধ্যদিয়ে এক শ্রেনীর বুদ্ধিজীবি সমাজ সংস্কারকদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছিলেন। লেখক, প্রকাশক গোষ্ঠী মূদ্রন যন্ত্রের দ্রুততার সাথে নতুন নতুন চিন্তা মিলিয়ে

[১২] *The Bengal Directory 1879*, Calcutta, 344-357.

[১৩] Ghosh, "Revisiting the Bengal Renaissance," 4333.

[১৪] C.W. Bolton, *Report on Publications issued and Registered in the Several Provinces of British India during the year 1878,* (Selections from the Records of the government of India, Home, Revenue and Agriculture dept., 1879), 136.

[১৫] গৌতম ভদ্র, *ন্যাড়া বটতলায় যায় ক'বার,* (কলকাতা: ছাতিম, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ), ৩১৪।

[১৬] ভদ্র, *ন্যাড়া বটতলায় যায় ক'বার*, ৩২৬।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.12.00.15

Volume XII 2023-24
Journal *of* History
ISSN 2321-0834

এক চিন্তাশীল জগতের সৃষ্টি করেছিল। এই চিন্তার আবহ সমাজের নানান স্তর অতিক্রম করেছিল একে অন্যের মাধ্যমে। স্বাভাবিকভাবে ছাপাখানার আবির্ভাব বাংলায় ইউরোপ সমতুল্য আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, বাংলায় এসেছিল নবজাগরণের সমরূপ বৌদ্ধিক পরিসর।

বটতলার বই বাজারের আর্থিক দিকটিও কম গুরুত্বপূর্ন ছিলনা, যদিও বেশিরভাগ গ্রন্থই আগাম চাঁদা নিয়ে ছাপা হত, এ রকম বহু উদাহরণ আছে। ছাপাখানার আদিযুগে বইয়ের দাম ছিল স্বভাবতই খুব বেশী। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে এই দাম যেন কমতে থাকে, হয়তো-বা চাহিদার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটানোর জন্যই ক্রমশ দাম কমিয়েছিল মুদ্রক-প্রকাশক গোষ্ঠী। বইয়ের দাম কীভাবে কমে গিয়েছিল তার একটা তুলনামূলক আলোচনা করেছেন সুকুমার সেন। তিনি লিখেছেন- 'বটতলা-ছাপাখানার দৌলতে বাংলা বইয়ের দাম অসম্ভাবিতভাবে কমিয়া গিয়াছিল পঁচিশ তিরিশ বছরের মধ্যে।'[১৭] বহুক্ষেত্রেই গ্রন্থ প্রণেতাগন ও প্রকাশকগন অর্থ সংকটে যুজতে যুজতে প্রকাশনার কাজ বন্ধ করেছেন। প্রথম পর্বে যদি এটা লাভজনক ব্যবসা হত তবে ছাপাখানাগুলো আরও বিস্তৃত হতে পারত। বটতলা অঞ্চলটির অবস্থানই নির্দেশ করে এই অঞ্চলের বানিজ্যিক গুরুত্বের বিষয়টি। জনবহুল ও ব্যস্ত রাস্তার পাশে এদের ছাপাখানা স্থাপনার উদ্দেশ্যই ব্যবসায় লক্ষীলাভ করা হলেও, সকলের কপালে কিন্তু লক্ষীর কৃপাবর্ষণ ঘটেনি, বরং উল্টোটাই বেশি চোখে পড়ে। বহু প্রকাশক ও মূদ্রণ সংস্থা সময়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিবর্তন ঘটাতে না পেরে অতলে হারিয়ে গেছে, এমন ঘটনাও বিস্তর রয়েছে। তবে ছাপাখানার ছাপাবইয়ের সম্ভার যে বাংলার সামাজিক দর্শনের বিবর্তন, উত্তরোত্তর পরিমার্জন, স্পষ্টতা ও সাংস্কৃতিক পরিপুষ্টতা লাভ করেছিল একথা অনস্বীকার্য।

প্রথম পর্বে প্রকাশিত রতিশাস্ত্রগুলোকে পেছনে ফেলে যখন সামাজিক প্রহসন গুলি আত্মপ্রকাশ করল, তখন সেগুলোতে সামাজিক অসাম্য দূর করার ডাক এসেছিল, নতুনভাবে সেজে ওঠার, যুক্তিনিষ্ঠ হওয়ার প্রেরনা অনেক নীচু স্তর পর্যন্ত গড়িয়ে পড়েছিল সন্দেহ নেই। বটতলা পাঠক সংখ্যা বাড়িয়েছে , লেখক সংখ্যা বাড়িয়েছে, নামীলেখকের পরিবর্তে লেখনীকেই পথ করে দিয়ে সমাজ সংস্কারের ধারায়,সমাজের সমর্থন আদায়ের আশায় দুয়ার খুলেছিল। নারী শিক্ষার অপাংক্তেয় দিনগুলোতেও বেশকিছু মহিলা লেখক এই বটতলার ছাপাখানার দৌলতে তাঁদের কথা সকলের সামনে বলার সাহস দেখাতে পেরেছিলেন।

বটতলার আর এক বাহাদুরি সস্তায় বই পড়ানো। ছাপাখানার আদিযুগে বইয়ের দামছিল স্বভাবতই খুব বেশী। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে এদেশে ছাপা দু'চারটি বইইয়ের দামের কথা শুনলেই পরিস্থিতিটা আঁচ করা যাবে। ১৭৮৬ সালে প্রকাশিত চার্লস উইলকিনস-এর ভাগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদের দাম ধার্য হয়েছিল ১ গোল্ড মোহর। ১৭৭২ সালে কালিদাসের ঋতুসংহার যখন বাংলা হরফে ছেপে বের হয় তখন দাম বলা হয় দশটাকা। ১৭৯৩ সালে ছাপা আপনজনের "বোকে বিলরি"র দাম ছিল সে বিচারে অনেক সস্তা, মাত্র চার টাকা।[১৮] কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর তিনের দশক থেকে এই দাম যেন কমতে থাকে, হয়তোবা চাহিদার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটানোর জন্যই ক্রমশ দাম কমেছিল। বাংলাবই ছাপার কলের মুখ দর্শনের একশ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছেন এক নতুন সম্প্রদায়, তারা লেখক। লেখক হওয়ার

[১৭] সুকুমার সেন, "*বটতলার বেসাতি*", ৪।

[১৮] শ্রীপান্থ, "যখন ছাপাখানা এলো", ১১৫।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.12.00.15

Volume XII 2023-24
Journal *of* History
ISSN 2321-0834

জন্য এই ব্যাকুলতা শুধু পাঠকের তাড়নায় নয়, সম্ভবত মনের কথা পাঁচজন কে খুলে বলার বাসনাও।[২০] ছাপাখানা যে স্বর্নযুগের দুয়ার খুলে দিয়েছে সামনে, সামাজিক মানুষ তার সুযোগ নিতে চাইবেন এটাই স্বাভাবিক, ওঁরা সাধ্যমত নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধি, সুখ-দুঃখ, অনুভব-অনুভূতি এবং ভাব-ভাবনা অন্যের মনে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করেছিলেন। ছাপাকল নামক যন্ত্রটি যে কলকাতা শহরকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল, তা ঐ সময়ের সাহিত্য সৃষ্টির উল্লাসেই প্রমাণ হয়।[২১] কলকাতার আধুনিকতার অন্যতম দিক ছিল ছাপাখানা সংস্কৃতি, সেই গ্রন্থ-নগরীর পীঠস্থান নিঃসন্দেহে আজকের চিৎপুরের হারিয়ে যাওয়া বান্ধা-বটতলা। এখনকার গরাণহাটা ও চিৎপুর রোড, যা আপজন সাহেবের মানচিত্রে 'রোড টু চিৎপুর',[২২] তা আজকের রবীন্দ্র সরণী নামে ব্যস্ত যানবহুল রাজপথে পরিণত হয়েছে। ছাপাখানার কারবারও স্থান পরিবর্তন করে ছড়িয়ে পড়েছিল শহরের নানাস্থানে।

হাতে 'বই' কাঁধে 'বই' :

সুকুমার সেন কথিত বটতলার স্বর্ণযুগে (১৮৪০-১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ) বহু লেখক, কবি-সাহিত্যিক, নাট্যকার, গল্পকার তাঁদের চিন্তা চেতনার বিকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্র হিসেবে বটতলাকে বেছে নিয়েছেন। এই সময়ের বটতলা কর্মকাণ্ড যে জ্ঞানপিপাসা, যে যুক্তিবাদী ও বাস্তববাদী চিন্তার আবহ ছড়িয়ে ছিল – তা সমস্ত সংকীর্ণতা ছাড়িয়ে বিরাট এক পাঠক সমাজ গড়ে তুলেছিল, এই সীমানা ভেঙে ফেলার কাজটি যে ছাপাখানা নিঃশব্দে করে চলেছিল তা ছাপাখানা পূর্ববর্তী পাঠক ও রচনাবলী যা মূলত পুঁথি নির্ভর ছিল, তা পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়।[২৩] সে বিচারে মুদ্রণযুগ সহজ বোধ্য গদ্যরূপে নিম্নস্তরের অল্প শিক্ষিত মানুষের কাছে তার গ্রহণ যোগ্যতা বাড়িয়ে চলল। কারণটা অবশ্যই বটতলার সংক্ষিপ্ত, সহজ বোধ্য, স্বল্প মূল্যের বিচিত্র প্রকাশনা।

মুদ্রিত বই যাতে যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রি হয় তার জন্য গঙ্গাকিশোর, ভবানীচরণ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আগ্রহ ও উদ্যমে বিন্দুমাত্র খামতি ছিল না। বইয়ের চাহিদা সাধারণ মানুষের মধ্যে তৈরি করার কৌশল হিসাবেই ধাতুফলক বা কাঠে খোদাই চিত্র ছাপার আয়োজন।[২৪] বই বিক্রয় ও বিপণনের জন্য স্কুলবুক সোসাইটি প্রথমের দিকে কলেজ স্কোয়ার সহ নানাস্থানে শাখা ও বিপণি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। তখনও আলাদাভাবে বইয়ের দোকান তৈরির ধারণা আসেনি বাঙালি প্রকাশক ও ফেরিওয়ালাদের মধ্যেও। প্রকাশকেরা প্রিয় ও পরিচিত বিভিন্ন ছাপাখানা ও দোকানকে তাদের বইয়ের প্রাপ্তিস্থান হিসেবে নির্দেশিকা দিতেন বইয়ের বিজ্ঞাপন অংশে। কিছু ক্ষেত্রে প্রকাশকেরা বেতনভুক্ত ফেরিওয়ালা নিয়োগ করতেন।[২৫] অনেক সময় জীবিকা সন্ধানীরা নিজের চাহিদাতেই বইয়ের ঝোলা কাঁধে তুলে নিয়ে পায়ে পায়ে মিশে গেছে মেঠো গাঁয়ের পথে পথে। গ্রন্থের সাথে প্রসংশা পত্র ছাপিয়ে বাংলা বই নামক পণ্যকে বাজারে ফেরি করার রীতি উনিশ শতকের

[২০] Judicial (Judicial), 20th September 1855, Consultation No. 56.

[২১] Judicial (Judicial), February 1874, File No. 186, Proceeding No. B. 400-403.

[২২] A.K. Priolkar, *The Printing Press in India, Its Beginnings and Early Developments*, (Bombay: Marathi Samshodhana Mandala, 1958), 9.

[২৩] Kumkum Chatterjee; op.cit. 209.

[২৪] আচার্য, "বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন," ৮০।

[২৫] চট্টোপাধ্যায়, "বটতলার ঠিক ঠিকানা," ৩৫।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.12.00.15

Volume XII 2023-24
Journal *of* History
ISSN 2321-0834

শেষ দুই দশকে বাংলার মুদ্রন জগতে 'কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত' হয়েছিল।[২৬] বটতলার প্রকাশকরা লাভজনক ব্যবসার কথা মাথায় রেখে বইয়ের বাজার ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই তাগিদেই গ্রামে গঞ্জে বই পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁরা ফেরিওয়ালা নিযুক্ত করতেন। এই ফেরিওয়ালারা বইয়ের বোঝা কাঁধে নিয়ে কলকাতার অলি-গলি ছাড়িয়ে দূর দূর গ্রামে ছড়িয়ে পড়তেন। তাদের রোজগার মন্দ হতো না,এক একজন মাসে এক'শ টাকা পর্যন্ত বই-ফেরি করে আয় করতেন।[২৭] ফেরিওয়ালাদের জীবিকার সন্ধানে দীর্ঘপথ পাড়ি জমানোর পণ্য ছিলো বটতলার সস্তা দামের রসালো পুস্তিকা সমূহ। অধ্যাপক সেন মহাশয় যেগুলোকে বলেছেন 'আদিরখ্রিস্টাব্দ ইতরভাবালু পুস্তিকা'। এই সময়ে আবার বটতলার ছাপা বেশকিছু পুস্তক ঔপনিবেশিক শাসকের দ্বারা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।[২৮] এগুলোর দাম মোটামুটি এক আনা থেকে ছয় পয়সা অবধি।[২৯]

ষোড়শ শতকে যে সকল আরব মুসলমান নাবিক-বণিকেরা এসেছিল চাটিগাঁ(চট্টগ্রাম),সিলেট অঞ্চলে তাদের উত্তরসূরীরা ইংরেজ ও এদেশীয় বানিয়া, মুৎসুদ্দিদের ব্যবসায়িক কেন্দ্র বৈঠকখানায় হাজির হয়েছিল। এরা হাটে বাজারে অ-বিক্রিত বই কাঁধে তুলে নানা স্থানে পশরা সাজাত।[৩০] বইয়ের ফেরিওয়ালারা বটতলার রকমারি প্রকাশনার সাথে সমান্তরালভাবে আর্থিক স্বচ্ছলতার দিকে উত্তীর্ণ হয়েছিল এমন নমুনাও রয়েছে। ছাপাখানার কল্যাণে নিজের আর্থিক অবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি যাঁরা ঘটাতে পেরেছিলেন, তাঁদের একজন ছিলেন বরদাপ্রসাদ মজুমদার। বরদাপ্রসাদের জীবনের নাটকীয় বিবর্তনের ধারায় জমিদারি হারিয়ে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কলকাতার বটতলায় বই ব্যবসায় নিযুক্তি এবং অভাবিত সাফল্য, ফেরিওয়ালা থেকে স্থায়ী প্রকাশক হয়ে ওঠার লড়াই আমাদের সামনে পরিস্ফুট হয়।[৩১] এই বরদাপ্রসাদ ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে বি.পি.এম'স্ প্রেস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রেসটি নাম পাল্টে বর্তমানে 'দেব সাহিত্য কুটীর' নামে ঝামাপুকুর লেনে বেঁচে আছে। বটতলার ছাপাখানার উদ্যোগে বর্ধমানের প্রতাপচন্দ্র রায় অপর এক সংগ্রামী নাম বলা চলে। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে হতদরিদ্র প্রতাপচন্দ্র বর্ধমান ছেড়ে কলকাতায় আসেন। কর্ম সন্ধানী প্রতাপচন্দ্র কালীপ্রসন্ন সিংহের কাছে একখানা চাকরি জোগাড় করেছিলেন। এই সামান্য আয় বাঁচিয়ে ১৮৬৯-৭০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ 'ভারত প্রেস' নামে চিৎপুরে একটি ছাপাখানা ও একটি বইয়ের দোকান স্থাপন করেছিলেন।[৩২] ছাপাখানার ব্যবসায় আরও অনেক বাঙালি সে সময় উন্নতি ও সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, নৃত্যলাল শীল, এইচ.সি. গাঙ্গুলী, জি.সি. বসু, বি.কে. দাস, বেণীমাধব দে, বিহারীলাল রায় প্রমুখরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৮৭০ এর দশকের পর বটতলার ছাপ 'ম্লেচ্ছ রূপে' পরিগণিত হতে শুরু করে। ছাপাখানার উপযোগীতা

---

[২৬] গৌতম ভদ্র; "ন্যাড়া বটতলায় যায় ক'বার", ৩৩৬।

[২৭] শ্রীপান্থ, "যখন ছাপাখানা এলো", ১১১।

[২৮] Judicial (Judicial), 20th September 1855, Consultation No. 57.

[২৯] শ্রীপান্থ, "যখন ছাপাখানা এলো", ১০৮।

[৩০] চট্টোপাধ্যায়, "বটতলার ঠিক ঠিকানা", ৩২।

[৩১] রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়,*বই ব্যবসা ও পাঁচ পুরুষের বাঙালি পরিবার*, (কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ), ১৫-১৮।

[৩২] আশিস খাস্তগীর, *উনিশ শতকের বাংলা ছাপাখানা*, (কলকাতা: সোপান, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ), ৯০।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.12.00.15

ও ছাপাবইয়ের ব্যবসায়িক মান যতটা বাড়তে শুরু করলো বটতলার সস্তা-মুখরোচক ছাপাগুলো ততটাই অবহেলিত হতে শুরু করল। বিশেষত 'সস্তা' হওয়াটাই যেন তার কাছে বিষফোঁড়ার মতো দেখা দিল। বটতলার ছাপাখানা গুলোর বেশিরভাগই নিজেদের আধুনিক করে তুলতে পারেনি। বটতলায় ছাপাখানা যেমন রমরমিয়ে বেড়েছিল, ওদিকে তেমনি ইউরোপেও নিত্যনতুন মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের হুজুগ চলেছিল। একইসাথে হরেকরকম ছাপার ব্লকেরও আবির্ভাব ঘটেছিল খোদ বাংলায়। কিন্তু বটতলা তার পূর্বতন ঐতিহ্য স্বল্পমূল্যে বই বিক্রির কাজ চালিয়ে যাওয়ার দরুন স্বাভাবিকভাবেই অতিরিক্ত লাভে ব্যাপক পুঁজি সঞ্চয়ে ব্যর্থ হয়। তাই বাধ্যগতভাবেই এখানকার প্রকাশকদের বেশিরভাগই নিতান্ত সাদামাটা কাঠের প্রেসে ভূষোকালি ও ম্যাড়মেড়ে কাগজে মুদ্রণ কর্ম চালিয়ে যান। বিংশ শতকের দু'য়ের দশক পর্যন্ত যে কয়েকটা ছাপাখানা বটতলা অঞ্চলে ছিলো, সেগুলোতে তখনও কাঠের প্রেস ও হ্যাণ্ড প্রেসেরই প্রচলন ছিল।[৩৩] ইতিমধ্যে বইয়ের পাঠক বহুগুণ বেড়েছে। তার ওপর এই একই সময়ে হিন্দু কলেজ স্থাপনার পর থেকে নিত্য নতুন স্কুল, কলেজ স্থাপন হচ্ছিল, ফলে স্কুলপাঠ্য বইয়ের চাহিদাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। বর্ধিত চাহিদা মেটাতে বিনিয়োগে উদ্যোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণী কলেজস্ট্রিট লাগোয়া দোকান নির্মাণে দ্রুততা দেখায়। এই নতুন উদ্যমের ক্ষীপ্রতায় নিত্য-আধুনিক মুদ্রণে কলেজস্ট্রিট অঞ্চল ছেয়ে যায়। যুগধর্মী ক্রেতাও ছাপার জৌলুসে ভিড় জমায় এই নতুন ছাপাখানা ও বইয়ের সংস্থানের দিকে। বাঙালি লেখকরাও, ক্রমেই বটতলা থেকে সরে এলো, স্থায়ী বই দোকানের নিশ্চিত আয়ের হাতছানিতে। হাতে গরম ফল পায় এই নবাগত বইয়ের কারবারিরা, একই সঙ্গে বটতলা যুগোপযোগীতায় অনীহার জন্য ক্রেতার মন রক্ষায় ব্যর্থ হয়।

'বই' ফেরি থেকে 'বই' দোকান :

বটতলা থেকে কলেজস্ট্রিটে পৌঁছাতে বাঙালির ছাপাখানাকে অতিক্রম করতে হয়েছিল প্রায় এক'শ বছরের পথ। যদিও ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই বটতলার ঠিকানা দেওয়া ছাপাবই কমে আসার সাথে সাথে তাল মিলিয়েই কলেজস্কোয়ার বা গোলদিঘির দক্ষিণপথ, যেটির পূর্বনাম ছিল মির্জাপুর স্ট্রিট; ক্যানিং স্ট্রিট, শ্যামাচরন দে স্ট্রিট ও গোলদিঘির পশ্চিম দিকের কলেজস্ট্রিট নিয়ে অধুনা কলেজস্ট্রিট গড়ে উঠেছিল। ১৮০৫ থেকে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যে ক'টি রাস্তা তৈরি হয় তার মধ্যে কলেজস্ট্রিট একটা। কলেজস্কোয়ার তৈরি হয়েছিল মোটামুটি ১৮১৭ থেকে ১৮২১ এর মধ্যে। নগর কলকাতার রাস্তাঘাট নির্মাণে কোম্পানি আয়োজিত লটারি কমিটির উদ্যোগ ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ অবধি কার্যকরী ছিল। ঐ সময় কালের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল।[৩৪]

বটতলা প্রকাশনার শেষপর্বে (১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের পর) কলকাতার পুরানো স্কুল-কলেজের বিস্তার ঘটে কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলের দিকে। হিন্দু কলেজ (১৮১৭ খ্রি:) ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে বটতলা অঞ্চল ছেড়ে গোলদিঘির সংস্কৃত কলেজের পাশাপাশি চলে আসে। নিত্য নতুন স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ) স্থাপনাকে কেন্দ্র করে বাঙালির মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ ক্রমশ বেড়ে চলেছিল। সেই সঙ্গে ক্রমশ অধিক গুরুত্ব পাচ্ছিল কলেজস্ট্রিট অঞ্চল। কারণটা অবশ্যই এই অঞ্চলে পাশাপাশি বহু স্কুল,

[৩৩] উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, "বইয়ের দোকান", *শতপত্র*; সম্পা. সত্যব্রত ঘোষাল, ১৭।

[৩৪] General (Misc.), June 1873, File 15-5. And, Deposit Papers, Bundle No. 1, 6th March, 1869, 25-33.

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.12.00.15

কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানের জন্য অধিক শিক্ষার্থী ও শিক্ষা মনস্ক মানুষের জমায়েত। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর ষাটের দশক থেকেই ফেরিওয়ালারা এখানে নতুন পুরানো বই নিয়ে হাজির হয়েছিল।[৩৫] এতদিন রাস্তায় ঘুরে কিংবা অস্থায়ী স্টল করে যে বইয়ের ব্যবসা চলছিল তাতে আরো বেশি সংখ্যক প্রকাশক ও প্রকাশিত গ্রন্থ এসে গেলে উভয় দিকে সমস্যা মেটানোর প্রতি যত্নবান হয়েছিলেন মুদ্রক, প্রকাশক গোষ্ঠী। এইরকম পরিস্থিতিতে বটতলার বেশিরভাগ প্রেসের কাজকর্ম সংকুচিত হয়ে পড়ে, তাই বটতলার ঠিকানা ছাপা বই বাজারে কমে আসে খুব স্বাভাবিকভাবেই; আবার বেশকিছু প্রেস স্থান পরিবর্তন করেছিল বটতলা অঞ্চল ছাড়িয়ে। উদাহরণ হিসেবে গণেশ প্রেস,নিউ বেঙ্গল প্রেস, ভিক্টোরিয়া প্রেস, জে.জি. চ্যাটার্জি'স্ প্রেস, হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেস, রায় প্রেস, নতুন সংস্কৃত প্রেস ইত্যাদি।

গণেশ প্রেসটির প্রতিষ্ঠার সময়ের (১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ) ঠিকানা ছিল সার্পেন্টাইন লেন। ঐ বছরেই ঠিকানা পাল্টে উঠে আসে ৪০ ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোডে। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে পৌঁছায় ৪২ জিগ জ্যাগ লেন। তারপর ঠিকানা বদলে ২৮৫ লালবাজার স্ট্রিট (১৮৭২),৬ বউবাজার লেন (১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ), ১৯ বউবাজার লেন (১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ) হয়ে পুনরায় ফিরে আসে ৪২জিগ জ্যাগ লেন এ (১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ)।[৩৬] এই প্রবণতা বটতলার প্রকাশকদের কলেজস্ট্রিট অভিমুখী হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে। সুতরাং কলেজস্ট্রিট অঞ্চলের বই বাজারে বটতলার বিনিয়োগ বা উদ্যোগ একেবারেই ছিলনা, তেমনটা বলা যাবে না। বটতলার প্রকাশকরা শুধু কলেজ স্ট্রিট নয় বরং কলকাতার বাইরেও ছাপাখানা স্থাপন করেছেন। উদাহরণ হিসেবে প্যারীচরণ সরকারের স্কুল বুক প্রেসের বিহারের জামালপুর শাখা, রামগতি ন্যায়রত্নের বুধোদয় প্রেসের পাটনা শাখা, করিন্থিয়ান প্রেসের মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান শাখার কথা উল্লেখ করা চলে।

১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে স্কুলবুক সোসাইটির উদ্যোগে একটি পুস্তক বিপণি কলেজস্ট্রিট অঞ্চলে গড়ে ওঠে।[৩৭] উনবিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশক থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিংয়ের ধার বরাবর ছোট ছোট ঘর তৈরি করে পুস্তক ব্যবসায়ীরা তাঁদের ব্যবসা চালিয়ে যান,[৩৮] এর আগে ব্যবসায়ীরা অস্থায়ী স্টলেই তাঁদের ব্যবসা চালাতেন। গেঁদু মিঞা জানিয়েছেন, 'সত্তর আশি বছর আগে প্রেসিডেন্সি কলেজের লোহার রেলিংঙে বই সাজিয়ে কয়েকজন গরিব মানুষ বেচাকেনা শুরু করেন। সেই থেকে খোলা আকাশের নীচে রোদে পুড়ে জলে ভিজে পুরুষানুক্রমে এঁদের বইয়ের ব্যবসা চলছে।' [৩৯] পরে কলেজস্ট্রিট অঞ্চলে এদেরই একটা অংশ পুরানো বইয়ের অস্থায়ী এবং আরো পরে স্থায়ী স্টল নিয়ে নতুন ধারার ব্যবসা শুরু করে। একই সাথে এরা দপ্তরী পাড়ার কাজেও দক্ষতা দেখিয়েছিল।

উনবিংশের ষাটের দশক থেকে যে পুরানো-নতুন বইয়ের অস্থায়ী স্টলের কথা জানা যাচ্ছে, এগুলোকেই কলেজস্ট্রিটের বই পাড়ার আদি উদ্যোগ বলা চলে। বইপাড়ার এই আয়োজনে মহাপুরুষদের আগমন ঘটেছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়, নির্মলকুমার বসু, সজনীকান্ত দাস প্রমুখরা বই

[৩৫] রহমত হোসেন (গেঁদু মিঞা), "পুরাতন পুস্তক ব্যবসায়ীদের প্রার্থনা," *শতপত্র,* সম্পা. সত্যব্রত ঘোষাল, ২০।

[৩৬] আশিস খাস্তগীর, "উনিশ শতকের বাংলা ছাপাখানা", ১৪৬।

[৩৭] General (Education), June 1890, File 92-3.

[৩৮] Judicial (Judicial), 20th September 1855, Consultation No. 53.

[৩৯] রহমত হোসেন (গেঁদু মিঞা), "পুরাতন পুস্তক ব্যবসায়ীদের প্রার্থনা," ২০।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.12.00.15

Volume XII 2023-24
Journal *of* History
ISSN 2321-0834

বিক্রেতাদের আপনজনে পরিণত হয়েছিলেন এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অনেক কিছুর মত বাংলা মুদ্রণ, প্রকাশন ও পুস্তক ব্যবসায়ে একজন সফল পথিকৃত। বর্ণমালার সংস্কার, ভাষা, মুদ্রণ, সৌকর্য ও ব্যবসায়িক দিক গুলোর প্রতি তাঁর সমান দৃষ্টি ছিল। তিনি যে নতুন ছাঁদে হরফ নির্মাণ করান তা আজও 'বিদ্যাসাগরী সার্ট' বা ছাঁদ নামে পরিচিত। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহায়তায় বিদ্যাসাগর ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে যৌথভাবে পটলডাঙায় সংস্কৃত যন্ত্র নামে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন, পরে এর সম্পূর্ণ মালিকানা পান। তিনি বৃদ্ধ বয়সে সুকিয়া স্ট্রিটে 'কলিকাতা পুস্তকালয়' নামে একটি বইয়ের দোকান খোলেন। মুদ্রণ-প্রকাশন-বিপণন এই তিন শাখায় তিনি সমান ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন।

কলেজস্ট্রিটে নতুন প্রকাশনীগুলো আরো অনেক পরে নির্মিত হয়েছে। কলেজস্ট্রিট এ গড়ে ওঠা নতুন প্রকাশনী গুলোর মধ্যে হ্যারিসন রোডের গা ঘেঁষে কলেজ-স্ট্রিটের মোড়ে দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি অন্যতম। এটি ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে গিরিশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর পাশেই ছিল শরৎকুমার লাহিড়ীর এস.কে. লাহিড়ী অ্যান্ড কোম্পানি। কলেজস্ট্রিট অঞ্চলে যে বই পাড়া বিংশ শতকের শুরু থেকে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল প্রকাশক সবিতেন্দ্র নাথ রায় তা সুন্দরভাবে তাঁর 'স্মৃতিকথা'য় বর্ণনা করেছেন।[৪০]

'বই' কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল :

বর্তমানকালে 'কলেজস্ট্রিট বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহৎ পুরাতন বইয়ের বাজার'[৪১]হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। কলেজস্ট্রিট অঞ্চলের বাণিজ্যিক দিক, যেটা বেশিরভাগটাই বাঙালিদের দ্বারা পরিচালিত ছিল বলে জানা যায়, তা পূর্বের বইয়ের ফেরি থেকে যে উন্নত বই-বাণিজ্যিক কাঠামো গড়ে তুলতে পেরেছিল, তার প্রমাণ এখন কলেজস্ট্রিট বহন করে চলেছে। সেই সঙ্গে বাঙালি মানসিকতা বটতলার অশ্লীল চটিবই, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আরোপিত, ছেড়ে উনবিংশ শতকের শেষপর্ব থেকে ধীর গতিতে এবং বিংশ শতকের সূচনা থেকে দ্রুত গতিতে আরো বেশী সংস্কৃতিবান হয়ে উঠল তার বিপুল ঐশ্বর্য্য, বহুমুখী প্রকাশনার সম্ভারের সাথে। বাঙালি লেখকরাও, ক্রমেই বটতলা থেকে সরে এলো, স্থায়ী বই দোকানের নিশ্চিত আয়ের হাতছানিতে। উনিশ শতকে শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে যেমন নতুন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটল, তেমনিই শিক্ষার চাহিদা মেটাতেই নতুন নতুন বিষয়ের বইয়ের চাহিদাও বেড়েছিল। আলোচ্য সময়ে নানাবিধ লাভজনক ব্যবসায়িক সম্ভাবনার মধ্যে যে ছাপাখানাও গুরুত্বপূর্ণ, তা ক্রমবর্ধমান প্রকাশক গোষ্ঠীর উদ্যমী কর্মকাণ্ডে প্রমাণ হয়ে যায়। বটতলার প্রকাশকবৃন্দের সফলতার মূলে ছিল তৎকালীন কলকাতার পরিবর্তিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশে সচেতনভাবে প্রকাশন ব্যবসাকে সঞ্চালিত করা। এইরকম পরিস্থিতিতে ছাপাখানা ও বইয়ের আগমন বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে মনোরঞ্জনের নতুন মাধ্যম এনে দিয়েছিল। একই সঙ্গে হিন্দু স্কুল, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ, বেথুন স্কুল প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে নব্য ধারার সাংস্কৃতিক চিন্তা-চেতনা বাংলার সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলকে আধুনিকতায় আচ্ছন্ন করেছিল।

উনবিংশ শতকে বাঙালির নব যুগের সূত্রপাতের মূলে যেমন ছিল সমাজ সংস্কারকদের নবতর চিন্তাধারা ও

[৪০] সবিতেন্দ্রনাথ রায়, *কলেজ স্ট্রিটে সত্তর বছর*, ১ম খণ্ড, (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ), ৩৭-৪২।

[৪১] Alex Johnson, *Book Towns: Forty Five Paradises of the Printed Word,* (London: Frances Lincoln, 2018), 172-77.

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.12.00.15

জীবনবোধের প্রচারকার্য, তেমনি এই চিন্তাবিদদের আদর্শ ও বহুবিধ দার্শনিক চিন্তা প্রচারের মাধ্যম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল ছাপাবই। একদিকে খ্রিস্টান মিশনারিদের খ্রিস্টাদর্শ প্রচার ও প্রসারের উদ্যোগ এবং অন্যদিকে বিত্তশালী ও কর্মপ্রার্থী বাঙালির নবোত্থিত কলকাতায় আগমনের ফলে ঔপনিবেশিক কলকাতায় বিবিধ আর্থিক সম্ভাবনার প্রতি তাদের বিশেষ নজর ছিল। সমকালে বাঙালি চিন্তাবিদদের কাছে ছাপাখানা আধুনিক, যুক্তি সম্মত সমাজ-ধর্ম দর্শনের মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। অন্যদিকে, ছাপাখানার নির্মাতা ও বই প্রস্তুতকারী গোষ্ঠীর কাছে ছাপাখানা নতুন জীবিকা ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্র তৈরী করেছিল। এই নতুন কর্মধারা ও ব্যবসা কেন্দ্রে নিজেদের নুন্যতম জীবিকা অন্বেষনের উদ্দেশ্যে দলে দলে চালচুলোহীন মানুষজন হাজির হয়েছিল। প্রায় একই সময়ে কলিকাতাকে কেন্দ্র করে নগরায়নের বিবিধ উদ্যোগ লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। "কল্লোলিনী কলিকাতা"য় হাজির হওয়া অবাঞ্ছিত মানুষের দল অনতিবিলম্বে নতুন ব্যবসায়িক উদ্যোগে সামিল হয়ে বই বাঁধাইয়ের খুঁটিনাটি আয়ত্ব করে ফেলে। 'বই' প্রথমের দিকে আভিজাত্যের প্রদর্শন থাকলেও, ক্রমশ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারণের সাথে সাথে অত্যন্ত উপযোগী অঙ্গে পরিণত হয়। একইভাবে ছাপাখানার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয় ছাপাখানার বাইরে ছাপার বিবিধ কাজে নিযুক্ত দপ্তরীরা। ক্রমশ চাহিদা ও যোগানের সংখ্যাধিক্যে এদের ঘিঞ্জি বসতি 'দপ্তরীপাড়া'র উপমা পেল, সৃষ্টি হল নতুন ধারার এক সংস্কৃতি – যা আজও বিদ্যমান।

উপসংহার

বর্তমানকালে কলেজস্ট্রিট বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহৎ পুরাতন বইয়ের বাজার হওয়া সত্বেও, এই অঞ্চলের গড়ে ওঠার ইতিহাস বেশ বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো-ছিটানো। সমভাবে কলেজস্ট্রীট বই বাজারের গড়ে ওঠা নিয়ে বাঙালীর উৎসাহও নেহাত কম নয়। বাঙালির এই বইপাড়াটি উনবিংশ-বিংশ শতকের কিছু শিক্ষিত ভাগ্যান্বেষী, কিছু উদ্যমী ব্যবসায়ী, কিছু পূর্ববর্তী বটতলার সফল প্রকাশকের উদ্যোগে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে কলেজস্ট্রিট অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়েছিল। কলেজস্ট্রিট অঞ্চল, বাণিজ্যিক দিক থেকে, পূর্বের বইয়ের ফেরি থেকে যে উন্নতভাবে বইয়ের ব্যবসায়িক-বাণিজ্যিক কাঠামো গড়ে তুলতে পেরেছিল, তার প্রমাণ এখনও কলেজস্ট্রিট বহন করে চলেছে। কলকাতার বিভিন্ন স্থানে ক্রমশ অসংখ্য ছাপাখানার বিস্তার ও বহু ভাষায় প্রকাশিত পুস্তিকার সমাবেশ, উৎসুক মানুষের আনাগোনা,বহুবিধ চিন্তার সমাগম-আড্ডা সব মিলিয়ে গড়ে উঠেছিল এক বৃহৎ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। এই বইপাড়া একাধারে যেমন নতুন ব্যবসায়িক সম্ভাবনাকে সুনিশ্চিত করলো, তেমনি অন্যদিকে প্রচলিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে যুগোপযোগী করে তুলতে উৎসাহ যুগিয়েছিল। এই বই বাজার উনবিংশ শতকের বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তনে অপ্রত্যাশিত অবদান রেখেছিল। ছাপাখানাকে সামনে রেখেই বাংলা সাহিত্য নিত্য-নতুনভাবে অলঙ্কৃত করেছিল বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যকে, এক্ষেত্রে বিশেষ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে। বাংলা ভাষা নির্ভর কাব্য-গান, গদ্য, নাটক, প্রহসনকে কেন্দ্র করে বহু নাট্যমঞ্চ তথা রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা লক্ষ্যনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল – বলা চলে, সেই ধারা আজও বিদ্যমান। বাংলার যে এই সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতা, তার শুরুয়াত 'বই' নামক বস্তুটির বাজারে সহজলভ্য হওয়া এবং জনমানসে সমসাময়িক সমাজের প্রতিচ্ছবি বিবৃত হওয়ার মধ্যে অন্বষণ করাটা অযৌক্তিক হবে না। ছাপাখানার দৌলতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিক্ষার বিবধ রতন, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগিয়ে ছিল - বৌদ্ধিক চিন্তার জাগরণ-স্ফুরণ, সাংস্কৃতিক বিবিধ কর্মকান্ড, শৈল্পিক অভিব্যাক্তি, সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীতা ও পথের দিশা প্রভৃতি। তৎকালীন বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক ধারা ক্রমে

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.12.00.15

ক্রমে শিক্ষিত সমাজ থেকে উৎসুক সাধারণ পাঠক সমাজে যেমন জ্ঞানপ্রসারের সেতুবন্ধ রচনা করেছিল, তেমনি ঘটেছিল বাংলায় আধুনিক সাংস্কৃতিক রূপান্তরণ। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের এক ব্যবসায়িক উদ্যোগ আজ আরও বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই প্রেক্ষিতেই ঔপনিবেশিক কলকাতার নগরায়ণের সাথে সাথে গড়ে ওঠা এই নতুন বাজার ব্যবস্থার পত্তন ও বিকাশের বিক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্পর্কিত গবেষণা ও তা তথ্য সমৃদ্ধভাবে নথিকরণের এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে; এই প্রবন্ধ সেই প্রয়োজনীয়তার সামান্য অংশমাত্র।

প্রজ্ঞাপন

এই প্রবন্ধ রচনায় আর্থিক বা অন্য কোনো বিষয়ে লেখকের সাথে কোনো স্বার্থগত সংঘাত নেই।

প্রাথমিক তথ্যসূত্র

1. C.W.Bolton, Report on publications issued and Registered in the Several Provinces of British India during the year 1878, selections from the Records of the government of India, home revenue and Agriculture dept.,1879.
2. Deposit Papers, Bundle No. 1, 6th March, 1869.
3. General (Education), June 1890, File 92-3.
4. General (Misc.), June 1873, File 15-5.
5. Judicial (Judicial), 20th September 1855, Consultation No. 53.
6. Judicial (Judicial), 20th September 1855, Consultation No. 56.
7. Judicial (Judicial), 20th September 1855, Consultation No. 57.
8. Judicial (Judicial), February 1874, File No. 186, Proceeding No. B 400-403.
9. The Bengal Directory 1879, Calcutta.

তথ্যসূত্র

বাংলা:

খান, মুহম্মদ সিদ্দিক. *বাংলা মুদ্রন ও প্রকাশনের গোড়ার কথা.* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ।

খাস্তগীর, আশিস. *উনিশ শতকের বাংলা ছাপাখানা.* কলকাতা: সোপান, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ।

ঘোষাল, সত্যব্রত (সম্পা). *শতপত্র পত্রিকা.*, দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, আগস্ট ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ।

চট্টোপাধ্যায়, সবিতা. *বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক.* কলকাতা: ফার্মা কে.এল.মুখোপাধ্যায়, ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ।

চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ. *বই ব্যবসা ও পাঁচ পুরুষের বাঙালি পরিবার.* কলকাতা: দেব সাহীত্য কুটির প্রা.লি.,

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.12.00.15

২০০২ খ্রিস্টাব্দ।

দত্ত, রমাপ্রসাদ. *কলেজ স্ট্রিটে প্রথম বইয়ের দোকান*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন. *দুই শতকের বাংলা মুদ্রন ও প্রকাশন*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ।

ভদ্র, গৌতম. *ন্যাড়া বটতলায় যায় ক'বার.* কলকাতা: ছাতিম, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ।

মুখোপাধ্যায়, বরুন কুমার. *বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাস.* কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ।

বসু, অজিত কুমার. *কলিকাতার রাজপথ সমাজে ও সংস্কৃতিতে (১ম খণ্ড).* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ।

বসু, অজিত কুমার. *কলিকাতার রাজপথ' সমাজে ও সংস্কৃতিতে (২য় খণ্ড).* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ।

রায়, সবিতেন্দ্র নাথ. *কলেজ স্ট্রিটে সত্তর বছর (১ম খণ্ড).* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ।

রায়, সবিতেন্দ্র নাথ. *কলেজ স্ট্রিটে সত্তর বছর (২য় খণ্ড).* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ।

রায়, সবিতেন্দ্র নাথ. *কলেজ স্ট্রিটে সত্তর বছর (৩য় খণ্ড).* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ।

সরকার, নিখিলেশ (শ্রীপান্থ). *যখন ছাপাখানা এলো.* কলকাতা: সংস্কৃতি ও গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ।

সুর, অতুল. *বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর.* কলকাতা: জিজ্ঞাসা প্রকাশনা, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ।

সেন, সুকুমার. "বটতলার বেসাতি". *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, শান্তিনিকেতন, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ।

English :

Banerjee, Sumanta. *Parlour and Streets: Elite and Popular Culture in Nineteenth Century Calcutta*. Kolkata: Seagull Books, 1989.

Banerjee, Sumanta. *The Wicked City: Crime and Punishment in Colonial*. Kolkata: Calcutta: Orient Blackswan, 2009.

Bolton, C.W. *Report on publications issued and Registered in the Several Provinces of British India during the year 1878*. (selections from the Records of the government of India, home revenue and Agriculture dept.)

Busteed, H.E. *Echoes of Old Calcutta*. Kolkata: W. Thacker Spink and Co., 1908.

Chatterjee, Kumkum. *The Cultures of History in Early Modern India: Persianization and Mughal Culture in Bengal*. New Delhi: Oxford University Press, 2009.

Cotton, H.E.A. C*alcutta, Old and New; a historical and Descriptive Handbook to the City*. Kolkata: General Printers & Publishers Pvt. Ltd., 1907.

Febvre, Lucien and Henri-Jean Martin. *The Coming of the Book: The Impact of Printing 1450-1800*. London: Verso, 1997.

Ghosh, Anindita, "*Revisiting The Bengal Renaissance*". E.P.W 37, no. 42 (2002): 36-45.

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.12.00.15

Ghosh, Anindita. *Power in print, Popular Publishing and the Politics of Language and Culture in a Colonial Society, 1778-1905*. New Delhi: Oxford University Press, 2006.

Johnson ,Alex. *Book Towns: Forty Five Paradises of the Printed Word*, London: Frances Lincoln, 2018.

Priolkar, A.K. *The Printing Press in India, its Beginnings and Early Developments*. Bombay: Marathi Samshodhana Mandala, 1958.

Shaw, Graham. *Printing in Calcutta to 1800: A Description and Checklist of Printing in Late 18th-century Calcutta*. The University of Michigan: Bibliographical Society, 1981.

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/VUJH.2024.12.00.15